কবিতা গুচ্ছ

---- মুহাম্মদ সেলিম

তৃত্বীয় অধ্যায়

--- নারী ---

সূচিপএ

নারী
আমার পদ্ম
দুখী নারী
অধর
মহেশ্যতা
নারীত্বের দম্ভ
নমস্কার
নারীর ভালবাসা
লক্ষ্মীর ঘরছাড়া
বদরুন্নেছা
নতুন বর
বিদিশা'র প্রণয়
নিঃশ্বাস

নারী

হে নারী ;
তোমার উষ্ণিত অধরের শুভ্র স্পর্শে ,
জগৎ-তেরে করিব বিসর্জন।
বিধাতারে রাখিয়া তোমায় পূর্জি'ব ;
করিতে তোমায় অর্জন ॥

তোমার পদ্মপাতার অধর হইতে ,
শুশিয়া লইব বারি।
তোমার চরণে মাথা লুটাতে
স্বর্গরে দিব ছাড়ি ॥

আমার পদ্ম

দেখেছিলাম এক পদ্ম যৌবন স্বপ্নে
রেখেছিলাম অধর তাহার অধরে।
প্রস্ফুটিত মনজুরিত পদ্ম হেথায়
জানি না কবে সে দূরে চলে যায় ॥

বিভীষিকা মরূময় জীবনে তাই
রয়েছি দাঁড়িয়ে হাত দুটো বাড়িয়ে।
যদি সে আসে ফিরে আবার সপ্নে
করিব আপন, রাখিব যতনে - আপন শয়নে ॥

দুখী নারী

আঁখির জোড়া ছলছল , অঁশ্রুতে টলমল ;
সে কেন একা বসে রয় ---
বাতায়ন গড়িতেছে , পাখিরা গাহিতেছে ;
সে তো একলা কখনো নয় ॥

মিএ ছিল তার কুজনের সনে
তবুও --- বুঝিল না তার অধিকার।
নিভৃত জনে , পাইয়া অন্ত'রনে
--- সুধাইল তারে ভালবাসিবার ॥

সে তো এক নারী , পারে না থাকিতে আপনারে ছাড়ি।
মিএরা লেপিল ভ্রষ্ঠার অপমানি ॥
কোমল আত্ত্বা , গলিয়া গলিয়া ঝড়িতেছে অঁশ্রু'র বারি।
তাই নিভৃত বিজরণে , টলমল নয়নে ---
সে একা দুখী এক নারী ॥

অধর

তোমার অধরটুকু উষ্ণতায় ভরা -
যেন সূর্যের লাল আলোয় তপ্ত শীতলতা ॥
যেন শববাহী হায়েনার উল্লাসিত উচ্ছাস ॥
যেন কামনাহেতু স্বত্তার পৌশাচিক উল্লাস ॥
যেন তপ্ত রক্তের উৎগীরণের প্রয়াস ॥
যেন দামামার যজ্ঞরূপী স্লাইক্লোণের পূর্বাভাস ॥

মহেশ্যতা

বীরঙগীনি মহেশ্যতা ;
রুপৌজ্জ্বল সৌরভতা, সিগ্ধ মাধুর্য্যতা ;
স্পর্শে স্ফুলিঙগতা, ভস্মীকারীনি স্বার্থকতা ;
ধ্যানমগ্নের বাস্তবত, আকুত প্রেমের স্নায়ন্নতা ॥
তুমি মহেশ্যতা - অগ্নি-স্ফুলিঙেগর ত্যাজস্বয়তা ;
ভস্মিত পুরূষের রক্ষিতা তুমি, তুমি প্রেমনাথের দায়িতা -
তুমি আমার মহেশ্যতা ॥

নারীত্বের দম্ভ

অধরে অধর রাখি পল্লবে কোলাহল
প্রস্ফুটিত সৌরভে প্রসারিত দাবানল।
অলক আঁখি তোমার মোহতার আবেশে
পূর্ণ যৌবনে সেথা চেয়েছিল মিশিতে ॥

অপরূপ রূপময়ী , কোমল দেহবরী
সুনয়ন আঁখিতে তুমি হৃদয়ের শবরী।
কালো কেশে , দেশে দেশে - স্বগীয় নণী
হাসিতে তুমি যেন মুক্তোর খনি ॥

সুললিত সুভাসিত নাভ যাহা - রয়েছে হাসিয়া
ধন্য আমার স্বপ্ন ; পাশে থাক যদি বসিয়া।
জীববেশে হেসে হেসে - তোমায় দেখিয়া
স্বার্থক আমার নয়ন আর্মৌঘ্য মাখিয়া ॥

ক্ষীর্ণকার কটি যাহা - দুলাচেছ বায়ুচর
আবরণ খুলিয়া রাখি ; তাহা দেখিতেছে নিশাচর।
সুঢৌল স্তনের মাঝে দিতে যদি ঠাঁই
শুধু স্বগীয় সুধার মাঝে যার তুলনা পাই ॥

কোমল চরণ তোমার ফেলিতেছে পদক্ষেপ
স্পর্শ পেতাম যদি , থাকিত না আক্ষেপ।
শৈল্পিক সুরে সে যে , বাজিতেছে নিতম্ভ
স্বার্থক তুমি ও তোমার অঙেগর দম্ভ ॥

নমস্কার

নম তোমার সৌন্দর্য্যতা ,
জ্যোতিময় রূপজ্যৌল্লতা।
সম তাহা অপস্বরীর ;
অপূর্ব অবয়তা ॥

নম তোমার মাধুর্য্যতা ,
সিগ্ধ স্বার্থকতা।
সম তাহা হিমাদ্রি চূড়ার ;
শ্রভ্র কোমলতা ॥

নম তোমার কেশরাশির ,
সুমিষ্টি সুগন্ধতা।
সম তাহা ঝর্ণীয় বারিধারার ;
প্রাকৃতিক ঐশ্বরতা ॥

নম তোমার আঁখি জোড়ার ,
দৃষ্টির চঞ্চলতা।
সম তাহা পদ্মলোচনের
স্বচছ সৌন্দর্য্যতা ॥

নারীর ভালবাসা

কোথা হতে সে আসিয়ে সখা
কুঙেজ কহিল তাহার হৃদয়ের কথা।
কর্ণ কুঠুরে বাজিল সেথা
ধ্বনিত হইল মোর অন্তরের ব্যাথা॥

পূর্ব হরষে আমি সাধিয়াছিলাম প্রেম ,
ছলনার কুহকে আমায় বেধেছিল সেন॥

ছলনাময়ীর ছলনাতে তাই
দিয়েছিলাম সব-ই , তবুও ভালবাসা পাই নাই।
খুঁজে ফিরছি তাই অনন্ত আশা - বাচিবার ঠাঁই
ভালবাসা যদি একটু ফিরে পাই॥

বেঁচে থাকার তাই প্রত্যাশা আছে
বিশ্বাস আর নাই
ছলনাময়ী রূপী পৌশাচীনিদের ভিড়ে
ভালবাসা কোথা পাই ?

করেছিলাম ভুল বাসিয়া ভাল
পৈশাচিনী রূপী নারী ;
পুষ্প কোমল বোধটাকে মোরে
দিতে হলো কোরবানী॥

সকল বোধের সমাধি দিয়ে
আমি ভগ্ন এক যুবক ;
দাঁড়িয়ে আছি ধরনীর তরে
গাহিতাছি অবিশ্বাসের স্তবক ॥

ছিল না তো এমন কথা ,
নিঙড়ে উঠে কেন হৃদয়ের ব্যাথা ॥

ধরনী সুন্দর , পুষ্প সুন্দর ,
ছিল সুন্দর আমার মন ;
ছলনার কুহকে দেখছি সব-ই
কলুষিত এক দপর্ণ ॥

বাঁচিবার প্রত্যাশাকে তাই এই নরাধম
দিচ্ছে জলাঞ্জলি ,
ধরনীর তরে মোর শেষ জিজ্ঞাসা -
আছে কী কোন নারী ; বিছাইয়া বিশ্বাসের আঞ্জলি ??

লক্ষ্মীর ঘরছাড়া

লক্ষ্মীরে ভালবাসিয়া তব বিজনে কাঁদিয়া ,
হেরে নৃপংশু উঠে জেগে রাক্ষস হন্তায়।
বিজন রজনী , বিনিদ্রীত সমারহে
খুঁজে মালঞ্চ সপ্ন সম্ভারে ॥

ক্ষুদ্র পথে অস্তাচলে সদা , লক্ষ্মীরে
দেখিতে পাই মিলন মেলায়। পাপিষ্ঠার
অলোক চাহনি , বিসৃত অশ্রুধারা সমভিব্যবহারে
লক্ষ্মীরে করে ঘরছাড়া ; পাপহন্তা ॥

বদরুন্নেছা

ঊষার কোণে ছোট্ট হাসি, লুপ্ত আলো
সুরের নেশা - বদরুন্নেছা ॥
ধূসর পৃথিবীর বিষন্ন রক্ত, পিপাসী আত্তা
আধারেতে আশা - বদরুন্নেছা ॥
উদাস সাগরে সুপ্ত ঢেউ, মৃদু: জলধারা
নি:সঙ্গ ভাসা - বদরুন্নেছা ॥
কলেজের করিডরে কফির পিপাসা, মুগ্ধ ভাষা
তোমাতে মেশা - বদরুন্নেছা ॥

নতুন বর

পড়ায়ে বেনারশি , হাতেতে হাত ধরি
তুলিয়া লইব আপনি ঘর ;
জ্যোৎস্নার আলোতে ঘেরা , আকাশে তারার মেলা
পাশেতে রইবে তুমি ও নতুন বর ॥

দু'জনাতে এত আশা , আধারেতে ভালবাসা
জগৎ-তেরে করিয়া পর ;
জোনাকির বাঁশের ছায়ায় , রাত্রিরে অবহেলায়
নতুন বর , তোমাতে রাখিবে অধর ॥

শীতের আগমনে বুঝি কাঁপিয়া শিহরণ
বাকরুদ্ধ আপনি স্বর ;
চক্ষুরে মুদিয়া , আপনারে বিলাইয়া
শিথীল হইবে তাহার উপর ॥

দু'জনাতে এত সুখ , ক্ষণিকের তরে ফিরাইয়া মুখ
আশ্বির্বাদ দানে তব ভাগেশ্বর ;
থাকিবে পাশা-পাশি জন্ম জন্মান্তর
হাজার বছর - তুমি ও তোমার বর ॥

বিদিশা'র প্রণয়

আপন হত্যা করিয়া আপনারে
বিদিশা সুধাইল; দেবী -
জগৎ-এর তরে এত আয়োজন; তবুও
মোর নাই কেন সব-ই ॥

প্রত্যেক শীতে কাঁপিয়া থর থর
দেবী নিমিত্তে সুধাই প্রাণ।
অবলা প্রাণীর চিৎকারসম
রাখে বিদিশার মান ॥

কত পাঠা বলি, সঙগীতের ঢোলি
আর সুরের তৃপ্ত আবেশ।
আসে ফিরে সব-ই, এক এক গোধূলি
শীতের শৈল্পিত সমাবেশ ॥

আপনার প্রাণ বিদ্ধ প্রণয়ে
দগ্ধ অগ্নিসম।
মায়াহীন পথে ক্লান্ত বিচরণে
তপ্ত অন্তর মম ॥

দেবী চরণে তাই বিলাইয়া আপনারে
যজ্ঞে রাখিয়া অভিলাষ।
বিদিশা'র লোচন, অশ্রুতে সমাপন -
আপন হয় যদি, দেবীর প্রণয় বিশ্বাস ॥

নিঃশ্বাস

দেবী সাজাইয়া করিলুম বরণ ,
দেবসত্ত্বাকে করিয়া হরণ --- কিসের লাগি ?
একটু উষ্ণতা , একটু স্পর্শ কিংবা একটু ভাললাগা ,
বিসজিলাম সবই সমাধিস্থলে --- নিঃশ্বাসটুকু রইল বাকি।